কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 09 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২১ ... কলাম ... ২ ...

হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ

লুটেরা অধ্যক্ষ বিজিত!

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

হবিগঞ্জের সরকারি বৃন্দাবন কলেজে দায়িত্ব পালনকালে সাবেক অধ্যক্ষ বিজিত কুমার ভট্টাচার্য ৯ মাসে দেড় কোটি টাকার হিসাবে অনিয়ম করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ ওঠার পর তিনি প্রায় অর্ধকোটি টাকা কলেজের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনিয়মের বিষয়টি তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি বিশেষ অডিট কমিটি গঠন করেছে।

জানা গেছে, গত বছরের ১ জুলাই থেকে চলতি বছরের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৯ মাস ৪ দিনে কলেজের বিভিন্ন খাত থেকে আয়ের কমপক্ষে দেড় কোটি টাকার কোনো হদিস নেই। খাতাপত্রে হিসাব থাকলেও নগদ বা কলেজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ওই টাকা নেই। ৫ এপ্রিল সাবেক অধ্যক্ষ বিজিত কুমার ভট্টাচার্য সিলেট সরকারি মহিলা কলেজে বদলি হন। ৬ এপ্রিল বর্তমান অধ্যক্ষ বদরুজ্জামান চৌধুরী মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ থেকে বদলি হয়ে বৃন্দাবন কলেজে যোগদান করলে গত ৯ মাসের আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়টি তাঁর হাতে ধরা পড়ে।

জানা গেছে, গত জুলাই মাসে কলেজের ক্যাশ শাখায় বিভিন্ন খাতে প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেওয়া টাকা জমা হয়নি। এছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন খাতে কত টাকা নেওয়া হয়েছে তা রসিদে উল্লেখ না করে মোট উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া কলেজ থেকে ম্যাগাজিন প্রকাশ করার জন্য তাদের (শিক্ষার্থী) কাছ থেকে ৩০ টাকা করে কমপক্ষে ৩০ লাখ টাকা আদায় করা হলেও ওই টাকা অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়নি। উপরন্তু ম্যাগাজিন প্রকাশের নামে ফান্ড থেকে আরো চার লাখ টাকা তোলা হয়েছে। গত ১৪ জানুয়ারি কলেজের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে ব্যয় হয়েছে দুই লাখ ৩৯ হাজার টাকা। কিন্তু মিলাদ ফান্ড থেকে তোলা হয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিবছর বিবিধ খরচ হিসাবে জনপ্রতি ১০০ টাকা করে প্রায় ১৭ লাখ টাকা আদায় করা হয়, কিন্তু বিবিধ খাতের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। কলেজ উন্নয়নের নামে বার্ষিক উন্নয়ন ফি বাবদ ২০০ টাকা করে কমপক্ষে ৩৪ লাখ টাকা নেওয়া হলেও উন্নয়ন তহবিলে জমা হয়েছে মাত্র ১০ লাখ টাকা।

কলেজের অত্যাবশ্যকীয় কর্মচারী খাতের (বে-সরকারি স্টাফ বেতন) বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১৪ লাখ টাকা। অথচ ওই খাতের ব্যয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪০০ টাকা করে কমপক্ষে ৪২ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। কলেজের অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির নামে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৮১ টাকা করে কমপক্ষে ১২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বে-আইনি।

রেড ক্রিসেন্ট খাতে ৩০ ও আইসিটি খাতে ২০ টাকা করে ফি নেওয়া হলেও বাস্তবে এ দুটি খাতের কোনো অ্যাকাউন্টই নেই। খেলাধুলায় এ বছর খরচ হয়েছে ৩৪ হাজার টাকা। অথচ অ্যাকাউন্ট থেকে তোলা হয়েছে দেড় লাখ টাকা।

অভিযোগ রয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ফিসহ বিভিন্ন ফি নেওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরীক্ষার সময় ফি বাবদ তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে এসব আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে কলেজের ক্যাশিয়ার বাবুল মিয়া সরাসরি জড়িত। তিনি কলেজের টাকা ব্যাংকে জমা না রেখে নিজের কাছে রেখে বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। কলেজের চাকরি নেওয়ার পর তিনি শহরে বেশ কিছু বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছেন। এ ছাড়া জলমহাল ও ভূমি ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ বদরুজ্জামান চৌধুরী জানান, আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি বিশেষ অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিগগিরই ওই কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে। তিনি আরো জানান, গত এক সপ্তাহে অনিয়মের দেড় কোটি টাকার মধ্যে অর্ধকোটি টাকা বিজিত কুমার ভট্টাচার্য কলেজের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছেন। বাকি টাকা পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করবেন বলেও আশ্বস্ত করেছেন।